বিষয়বস্তুঃ ধোঁকা ও প্রতারণার পরিণাম

মুহার্‌রম মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(১৬ মুহার্‌রম ১৪৪৫ হিজরী, ৪ ঠা আগস্ট ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১০৬

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ : وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ভাই সকল ! আজ আমরা আলোচনা করব ধোঁকা ও প্রতারণার পরিণাম সম্পর্কে। আমরা এ সম্পর্কে প্রথমে কুরআনের একটি আয়াত লক্ষ্য করি।

আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ৪২ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিয়ে (ধোঁকা) দিও না এবং জানা সত্ত্বেও তোমরা সত্যকে গোপন কর না।"

এ আয়াত দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়ে অথবা সত্যকে গোপন করে মানুষকে ঠকানো কিংবা ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। চাই সেটা ধর্মীয় বিষয়ে হোক কিংবা দুনিয়াবী বিষয়ে হোক। সর্ব ক্ষেত্রেই ধোঁকা হারাম বলে গণ্য হবে।

আমরা প্রায় সকলেই অবগত আছি যে, বর্তমান সমাজে নিচুতলা থেকে উঁচুতলা পর্যন্ত মানব জীবনের সর্বস্তরে ধোঁকা ও প্রতারণা ছেয়ে গেছে। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে সুনীতি ও আদর্শের অভাব দেখা যাচ্ছে। যার ফলে লেনদেনের ক্ষেত্রে বহু মানুষের একে অপরের প্রতি ভরসা উঠে যাচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভরসা নেই এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভরসা নেই। আবার কর্মজীবনে কর্মচারীর প্রতি মালিকের ভরসা নেই এবং মালিকের প্রতি কর্মচারীর ভরসা নেই। তেমনিভাবে বেচাকেনার ক্ষেত্রে দোকানদারের প্রতি কাস্টমারের ভরসা নেই এবং কাস্টমারের প্রতি দোকানদারের ভরসা নেই।

এক কথায় বলতে গেলে, সমাজে আদর্শবান ও নীতিবান

মানুষের বড় অভাব। যেটা বর্তমান প্রজন্মের জন্য সবচেয়ে বড় নৈতিক অবক্ষয়। তাই আজ আমরা নিজেদের মধ্যে আত্মসমীক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'ধোঁকা ও প্রতারণার পরিণাম' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুনব, ইনশা আল্লাহ।

সুধী বন্ধুগণ ! আজকের বিষয়বস্তুটি আমরা সুবিধার জন্য ৩টি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারিঃ (১) ধোঁকা ও প্রতারণা কাকে বলে ? (২) বর্তমান যুগে কোন কোন ক্ষেত্রে ধোঁকা বেশি দেখা যাচ্ছে ? (৩) দুনিয়া ও আখিরাতে ধোঁকার পরিণাম সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস ও ঘটনা।

প্রথম বিষয়ঃ ধোঁকা ও প্রতারণা কাকে বলে ?

জেনে রাখা দরকার, আরবী ভাষার সবচেয়ে বড় দু'টি ডিকশনারির নাম হল, লিসানুল আরব ও তাজুল উরূস। 'লিসানুল আরব' কিতাবের ৬ খণ্ডের ৩২৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "ধোঁকা বলা হয়ঃ কোন জিনিসের প্রকৃত অবস্থাকে গোপন রেখে অন্য অবস্থা প্রকাশ করা।" যেমন মিথ্যাকে রঙ চড়িয়ে সত্য বানান, ভালোর সঙ্গে মন্দ মিশিয়ে কাউকে ঠকান।

অথবা মালিকের অগোচরে কাজে ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি। এ সবগুলি ধোঁকা ও প্রতারণার আওতায় পড়ে। যা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী হওয়ার সাথে সাথে সমাজ বিরোধীও বটে।

মনে রাখা উচিৎ, আরবী ভাষায় কুরআন ও হাদীসের মধ্যে ধোঁকার জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার হয়েছে। তার মধ্যে ৩টি প্রসিদ্ধ শব্দ হলঃ (১) গশ্‌শুন, (২) খিদা’উন, (৩) খিলাবাতুন।

‘গশ্‌শুন’ শব্দটি সুনানে তিরমিযীর ১৩১৫ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا “যে ব্যক্তি (কাউকে) ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” বিস্তারিত হাদীস আমরা সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে পরে শুনব, ইনশা আল্লাহ।

আর ‘খিদাউন’ শব্দটি সহীহ ইবনে হিব্বানের ৫৫৫৯ নম্বর হাদীসে আছে। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ اَلْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ অর্থাৎ “ধোঁকা ও প্রতারণা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।”

অনুরূপভাবে ‘খিলাবাতুন’ শব্দটি সহীহ বুখারীর ২১১৭

নম্বর হাদীসে আছে। তবে ওই হাদীসে একটি ঘটনা আছে। যেটা সহীহ বুখারীতে সংক্ষিপ্তাকারে আছে, আর অন্যান্য কিতাবগুলিতে বিস্তারিত আছে। আমি সমস্ত বর্ণনাগুলিকে সামনে রেখে পূর্ণ ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হিব্বান বিন মুনকিয নামে একজন সাহাবীর আলোচনা করা হল। যার ব্রেনে কিছু সমস্যা থাকার কারণে স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিল। সে জন্য বেচাকেনার সময় অধিকাংশ মানুষ তাঁকে ধোঁকা দিয়ে ঠকিয়ে নিত। উদাহরণ স্বরূপ এক হাজার দিরহাম নিয়ে বাজারে গেলে দিনশেষে মাত্র ৯০০ দিরহাম নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতেন। তাঁর বাড়ির লোকেরা তাঁকে এভাবে ব্যবসা করতে নিষেধ করলেও তিনি শুনতেন না। কেননা ব্যবসা করাটা তাঁর শুধু পেশা ছিল না বরং এক প্রকারের নেশা হয়ে গিয়েছিল।

একদিন তাঁর বাড়ির লোকেরা নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ !

হিব্বানকে একটু বুঝিয়ে দিন। সে যেন আর ব্যবসা না করে। কেননা সে বারবার ব্যবসায় ধোঁকা খাচ্ছে। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিব্বান বিন মুনকিযকে ডেকে বললেনঃ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَّا خِلَابَةَ ، لَّا خِلَابَةَ مَعَ الْخِيَارِ "হে হিব্বান ! যখন তুমি বেচাকেনা করবে, তখন (সতর্ককতার জন্য) বলবে 'লা-খিলাবাতা, লা-খিলাবাতা' অর্থাৎ ধোঁকা দিবে না, ধোঁকা দিবে না। ধোঁকা প্রমাণিত হলে বেচাকেনা ক্যানসিল করার অধিকার থাকবে।" একথা বলার পরে আর কেউ তাঁকে ধোঁকা দেওয়ার সাহস করত না।

যাইহোক আমরা কুরআন হাদীসের আলোকে আরবী ভাষায় ধোঁকার ৩টি প্রসিদ্ধ শব্দ এবং তার সঠিক অর্থ জানতে পারলাম।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে ধোঁকা বেশি দেখা যাচ্ছে ?

সম্মানিত ঈমানদার ভাই সকল !

একটি কথা জেনে রাখা উচিৎ যে, ধোঁকা ও প্রতারণার কোন সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র নেই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ নানাভাবে ধোঁকা দিচ্ছে ও ধোঁকার সম্মুখীন হচ্ছে। কথাবার্তা,

কাজেকর্মে তো ধোঁকা আছেই। তবে বড় আফসোসের বিষয় হল, মুআ'মালাত অর্থাৎ লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষ বেশি বেশি ধোঁকার সম্মুখীন হচ্ছে। যেমনঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে মালে ভেজাল মিশিয়ে ধোঁকা, ওজনে কম দেওয়া, মালের দোষ-ত্রুটি গোপন করে কাউকে ঠকানো। মিথ্যা কসম খেয়ে সামানপত্র বিক্রি করা। জাল ও অচল নোট বান্ডেলের মধ্যে ঢুকিয়ে চালিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি।

মনে রাখা দরকার, বাস্তবে এগুলি অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। বর্তমান অধিকাংশ মানুষের মধ্য থেকে সততা উঠে গেছে। আমাদের জীবনে অনেকবার এমন ঘটেছে যে, বাজার থেকে একটা মাল কেনার সময় দোকানদার কসম খেয়ে বলেঃ খোদার কসম খেয়ে বলছি জিনিসটা খুব ভাল, একদম টাটকা, কিংবা খুব মিষ্টি। আমরা দোকানদারের প্রতি ভরসা করে কিনে আনি। অথচ কেনার পর বাড়ি ফিরে এসে দেখি একদম বেকার ও খারাপ। এভাবে কত ব্যবসায়ী যে বেধড়ক মিথ্যা কসম খেয়ে মাল বিক্রি করছে, তার কোন ইয়াত্তা নেই।

অথবা অনেক ক্ষেত্রে মালের দোষ ত্রুটি গোপন রেখে

ধোঁকা দেয়। যেমন খারাপ মালগুলো বস্তা বা প্যাকেটের তলার দিকে রাখে আর উপরের দিকে সেরা সেরা মালগুলো সাজিয়ে দেয়। যেমন চাষিরা অনেকে করে থাকে। মনে রাখবেন, দুনিয়ার কোন মানুষ হয়ত আমাকে আপনাকে দেখছে না, কিন্তু মহান আল্লাহ তো উপর থেকে আমাদের সব কিছু দেখছেন। এর বিচার একদিন না একদিন হবেই।

দুনিয়াতে তো ধরা পড়লে গণধোলাই আছেই। যেমন কয়েকদিন আগে শিয়ালদা স্টেশনে একটি খাবারের দোকানদার ধরা পড়েছিল। বহুদিনের পচা স্যান্ডুইচ ও চিকেন পকোড়া বারবার গরম তেলে ভেজে বিক্রি করছে। জনগণ সেই দোকানকে ভাংচুর করে দোকানদারকে পুলিশের হাওয়ালা করে দেয়। আর আখিরাতে এর পরিণাম হবে খুবই ভয়ঙ্কর।

মুহতারম বন্ধুগণ ! এ ছাড়া বর্তমান সমাজে আরও দু'টি মারাত্মক ফ্রড বা ধোঁকা আছে, যেগুলি থেকে আমাদের সতর্ক থাকা খুবই জরুরী।

(১) শাক-সব্জি, ফল-ফ্রুট, মাছ-মাংস এবং বিভিন্ন

খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘদিন ধরে টাটকা ও তরতাজা দেখানোর জন্য 'ফরমালিন' জাতীয় ক্যামিকেল মেশান হচ্ছে। তেমনিভাবে সব্জি ও ফল-ফ্রুটে দৃষ্টিনন্দন কালার আনার জন্য এক প্রকারের ক্যমিকেল রঙ মেশান হচ্ছে। যেগুলি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

মনে রাখবেন, এ সবগুলি মানুষের উভয় জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে। পরকালের ধ্বংসের কথা তো আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। তবে ইহকালের ক্ষতি সম্পর্কে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে রাখি। আপনারা ইন্টারনেটে সার্চ করলে জানতে পারবেন যে, ফরমালিন হল এক ধরণের রাসায়নিক ক্যামিকেল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত গ্যাস পদার্থ। যার প্রধান কাজ হল, ব্যক্টেরিয়া ও ধ্বংসকারী ছত্রাকগুলিকে মেরে ফেলা এবং কোন বস্তুকে দ্রুত সংক্রমিত না হতে দেওয়া। এক কথায় দীর্ঘদিন কোন বস্তুর সতেজতা ধরে রাখা এর প্রধান কাজ।

এই ফরমালিন একমাত্র অখাদ্য সামগ্রীতে ব্যবহার করার অনুমতি আছে। যেমনঃ কাঠের ফার্নিচার, প্লাস্টিক সামগ্রী,

বস্ত্রসামগ্রী এবং গৃহসামগ্রী আসবাবপত্রের লংজিবিলিটি ধরে রাখার জন্য এই ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। অনুরূপভাবে কোন মৃত লাশকে দীর্ঘদিন মমি করে রাখার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়।

একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার, আন্তর্জাতিক খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী অখাদ্য বস্তুসামগ্রী ছাড়া কোন খাদ্যবস্তুতে এই বিষাক্ত ফরমালিন ব্যবহার করা আইনত কঠিন অপরাধ। কেননা আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের মত উন্নত দেশগুলির সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের ঐক্যমতে এই ফরমালিন মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক পদার্থ। যা মানুষের শরীরের মধ্যে সরাসরি ক্যানসার থেকে শুরু করে বহু জটিল রোগ সৃষ্টি করে। এজন্যে কিছু ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলি এই ফরমালিন ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। অথচ আমাদের দেশে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত এই বিষাক্ত ক্যামিকেল ব্যবহার করে চলেছে এবং নিরীহ মানুষদেরকে ধোঁকা দিয়ে তাদের জীবন নিয়ে খেলা করছে।

সে জন্য আমাদের খুবই সতর্কতার সাথে চলতে হবে এবং সাধ্য অনুযায়ী এর প্রতিবাদ করতে হবে। আর একটি কাজ আমাদের বিশেষভাবে গুরুত্ব সহকারে করা উচিৎ। সেটা হল, অধিকাংশ চিকিৎসাবিদগণ বলছেনঃ যখনই বাজার থেকে কোন সন্দেহযুক্ত পুরাতন শাক-সব্জি, ফল-ফ্রুট এবং মাছ-মাংস কিনে আনবেন, তখনই সেটা বেশ কিছুক্ষণ লবন-পানিতে ডুবিয়ে রেখে তারপর ভালো করে কচলে কচলে ধুয়ে ব্যবহার করবেন। যাতে করে ফরমালিনের বিষক্রিয়া দূর হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ধোঁকা থেকে হিফাযত করুন, আমীন।

তৃতীয় বিষয়ঃ দুনিয়া ও আখিরাতে ধোঁকার পরিণাম

সম্মানিত ঈমানদার ভাই সকল ! মহান রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই পৃথিবীতে শুধু নেকীর কাজ অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের পদ্ধতি শেখানর জন্য পাঠান নি। বরং তাঁকে উভয় জগতে মানবজাতির যাবতীয় কল্যাণের জন্য পাঠান হয়েছে। তাই তিনি কখনও কখনও বাজারে গিয়ে মানুষের মুআমালাত

অর্থাৎ লেনদেন, আদান প্রদানগুলিও ফলো করতেন যে, কে কেমনভাবে লেনদেন করছে ? এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি হাদীস লক্ষ্য করি।

প্রথম হাদীসঃ একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ "হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ! নবীজি যখন বললেনঃ হে ব্যবসায়ীগণ, তখন সকলেই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের মাথা ও দৃষ্টি উঁচু করে তাকাল। নবীজি বললেনঃ

اِنَّ التُّجَّارَ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ

"নিশ্চয় সকল ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন অসৎরূপে হাশরমাঠে হাযির করা হবে। অর্থাৎ কেউ ছাড় পাবে না। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা (বেচাকেনায় ধোঁকা দেওয়া সম্পর্কে) আল্লাহকে ভয় করে, দান-সদকার মাধ্যমে নেক কাজ করে এবং সর্বদা সত্য কথা বলে, তারাই কেবল নাজাত পাবে।" এ হাদীসটি সুনানে তিরমিযীর ১২১০ নম্বর হাদীস।

দ্বিতীয় হাদীসঃ সহীহ মুসলিমের ১০২ নম্বর হাদীসে

বর্ণিত আছে, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারার বাজারে একটি গমের দোকানে গেলেন। সেখানে গিয়ে গমের ঢিবিতে হাত ঢুকিয়ে দেখলেন যে, ভিতরে কিছু গম ভিজে আছে। তখন তিনি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন, مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ "হে গম ওয়ালা ! এটা কী ? গম ওয়ালা বললঃ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ " হে আল্লাহর রসূল ! বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এগুলি উপরে কেন করে দাওনি ? যাতে করে কেউ ধোঁকা না খায়। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ "যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

তৃতীয় হাদীসঃ সুনানে আবূ দাঊদের ৩৪৭৪ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন ৩ ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টি দিয়ে তাকাবেন না। (১) যে ব্যক্তি সফরকালীন নিজের কাছে

অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও তা কোন পিপাসিত মুসাফিরকে দেয় না। (২) যে ব্যক্তি আসরের পর মিথ্যা কসম খেয়ে সামান বিক্রি করে। (এখানে শুধু আসরের পর মিথ্যা কসম খেয়ে সামান বিক্রি করা নিষেধ নয়, বরং যেকোন সময়ে মিথ্যা কসম খাওয়া হারাম।) (৩) যে ব্যক্তি নেতার হাতে বয়আত হল। অতঃপর নেতা যখন কিছু দেয়, তখন তার পিছন পিছন চলে। আর নেতা যখন কিছু দেয় না, তখন তার পিছনে চলা বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ হক না হক কিছুই দেখে না। কিছু দিলে খুব ভাল, আর না দিলে খুব খারাপ। এমন ৩ ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন রহমেতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

চতুর্থ হাদীসঃ সহীহ বুখারীর ২০৭৯ নম্বর হাদীসে হযরত হাকীম বিন হিযাম (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ভাল করে মালপত্র দেখে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে। যদি দু’জনেই সত্য কথা বলে এবং সামানের দোষ-ত্রুটি ঠিকভাবে বর্ণনা করে দেয়, তাহলে দু’জনের

বেচাকেনায় বরকত হয়। আর যদি দু’জনে সামানের দোষ-ত্রুটি গোপন করে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে দু’জনের বেচাকেনায় বরকত মিটিয়ে দেওয়া হয়।”

সুধী বন্ধুগণ ! পরিশেষে আমরা ইমামে আযম আবূ হানীফা (রহ) এর ব্যবসায়ী জীবনের একটি চমৎকার ঘটনা শুনে বয়ান শেষ করব, ইনশা আল্লাহ। তারীখে বাগদাদের ১৩ নম্বর খণ্ডের ৩৬৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ) ইলমী ময়দানে যেমন একজন বিশ্ববরেণ্য শ্রেষ্ঠ ফকীহ ছিলেন, তেমনই তিনি কর্মজীবনে একজন বড়মাপের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি দেশ বিদেশে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। একবার তিনি কিছু কাপড় কিনে দোকানের কর্মচারীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলে দিয়েছিলেন যে, এই কাপড় গুলির মধ্যে একটি কাপড়ে একটু দোষ-ত্রুটি আছে। কাস্টমারকে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে দিবে। কোন দোষ গোপন করবে না।

কিন্তু হল কী, কর্মচারী বেখেয়ালে সেটা কাউকে বিক্রি করে ফেলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) যখন তাঁকে

জিজ্ঞেস করলেন যে, সে কাপড় কী করেছ ? তখন কর্মচারী বললঃ আমি তো সেটা বেখেয়ালে বিক্রি করে ফেলেছি। আমার মনেই ছিল না। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এ কথা শুনে বহুদিন ধরে সেই কাপড়ের খরীদারকে খোঁজ করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে যখন তার কোন হদিস পেলেন না, তখন সেই দিনের সমস্ত উপার্জন ফকীর-মিসকিনদের মাঝে দান করে দিলেন। আর বললেন এটা আমার জন্য কখনও হালাল হবে না। দেখুন, তিনি কত বড় মুত্তাকী পরহেযগার ছিলেন। বর্তমান যুগের কোন ব্যবসায়ী হলে কী করবে সেটা ভেবে দেখুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সৎ পথে চলার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল